কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

তুহিন মাহমুদ

এখন স্মার্টফোন ব্যবহার বেশ বেড়ে গেছে। মোবাইল ইন্টারনেটের সুবাদে সবাই মোবাইল থেকেই নেট ব্রাউজ করে পছন্দমতো অ্যাপ্লিকেশন, গেমস, রিংটোন, ওয়ালপেপার, গান, থিম ইত্যাদি ডাউনলোড করে নিতে পারছেন সহজেই। কিন্তু ডাউনলোড করার সময় এটি চিন্তা করা হচ্ছে না, যা ডাউনলোড করা হচ্ছে তা ভালো কি মন্দ? কারণ অপরিচিত সাইট থেকে ডাউনলোড বা ক্র্যাক করা অ্যাপ্লিকেশন মোবাইলের ডাটা হ্যাক করার ক্ষমতা রাখে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে বিশ্বব্যাপী। মোবাইলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে যেমন– ফোন নাম্বার, মেসেজ, ছবি ও অন্যান্য ডাটা। এগুলো যদি হ্যাক হয়ে যায়, তবে তা হতে পারে ভয়াবহ। তাই স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কথা চিন্তা করে এই লেখা।

ইউসি ব্রাউজার ফর অ্যান্ড্রয়িড

বেশিরভাগ মোবাইল অ্যান্ড্রয়িড মোবাইলে নিজস্ব ইন্টারনেট ব্রাউজার দেয়াই থাকে। অবশ্য এতে বেশি সুযোগ-সুবিধা থাকে না। অ্যান্ড্রয়িডের নিজস্ব ওয়েব ব্রাউজারের পাশাপাশি অনেক মোবাইলে কিছু থার্ড পার্টি ওয়েব ব্রাউজারও দেয়া থাকে, যার মধ্যে ওপেরা মিনি ও গুগল ক্রোম ব্রাউজার উল্লেখযোগ্য। ফায়ারফক্স ব্রাউজারেরও অ্যান্ড্রয়িড ভার্সন রয়েছে। মোবাইলের জন্য এবং ট্যাবলেট পিসির জন্য আলাদা ধরনের ব্রাউজার রয়েছে। তাই তা ডাউনলোড করার সময় ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা কোন ডিভাইসের জন্য ডাউনলোড করা হচ্ছে। ওপেরা, ক্রোম ও ফায়ারফক্সের পাশাপাশি আরেকটি ব্রাউজার রয়েছে, যার নাম ইউসি ব্রাউজার। অ্যাপ্লিকেশনটির ডেভেলপার চীনা সফটওয়্যার কোম্পানি। তাদের অফিস চীনের বেইজিংয়ের ইউহান এবং ভারতের গুরগাঁও শহরে। ভারতে মোবাইল ওয়েব ব্রাউজার হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার ডাউনলোড করা হয়েছে এ অ্যাপ্লিকেশনটি। অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যান্ড্রয়িড, আইওএস, সিম্বিয়ান, জাভা, উইন্ডোজ ফোন, ব্ল্যাকবেরি সব ধরনের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ইউসি ব্রাউজারের লোগোতে রয়েছে কাঠবিড়ালীর ছবি। ব্রাউজারটি ২০১১ ও ২০১২ সালে অ্যাবাউট ডট কম সাইটের পক্ষ থেকে সেরা মোবাইল ব্রাউজারের পুরস্কার লাভ করেছে। খুব দ্রুত ও সাবলীলভাবে নেট ব্রাউজ করার সুবিধা থাকায় এটি কম সময়ে ভালো জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইউসি ব্রাউজার পেজ লোড করার সময় তা কমপ্রেস করে নেয়। ফলে তা দ্রুত লোড হয় এবং সেই সাথে কম ডাটা ব্যবহার করায় ইন্টারনেট বিলের খরচ কমায়। ইউসি ব্রাউজারের উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলোর মধ্যে রয়েছে–

শেয়ার : পছন্দের পেজ বা কনটেন্ট ফেসবুক, টুইটার ও গুগল প্লাসে শেয়ার বাটনের সাহায্যে শেয়ার করা যাবে খুব সহজেই।

ভক্স : ভয়েস কমান্ডেও চালানো যাবে এ ব্রাউজার, যা খুব মজার একটি বিষয়।

মাল্টিটাচ : ইউসি ব্রাউজারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হচ্ছে তা মাল্টিটাচ সাপোর্ট করে।

ডাউনলোড ম্যানেজার : খুব দ্রুততার সাথে এবং কার্যকরভাবে ডাউনলোড করার বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে এ ব্রাউজারে।

ক্যুইক রিডস : ব্রাউজারটির আরএসএস ফিড রিডারের সাহায্যে সব খবর হালনাগাদ পাওয়া যাবে নিমেষেই।

অটোফিল : গুগলে সার্চ করার জন্য কিছু টাইপ করা শুরু করলে যেমন কিছু সাজেশন চলে আসে তেমনি এ ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে কিছু লেখা শুরু করলে এটিও পরামর্শ দেবে।

নাইট মোড : রাতের বেলায় বা কম আলোতে নেট ব্রাউজ করার সুবিধা দেয়ার জন্য এতে রয়েছে নাইট মোড, যা এককথায় অসাধারণ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্রাউজারটির বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্য, বেশ ভালোমানের ইউজার ইন্টারফেস, সিমপ্লিসিটি, দৃষ্টিনন্দন লেআউট এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি ব্রাউজিং সিস্টেম ব্যবহার না করলে বুঝতে পারবেন না এটি কতটা উপকারী।

অফিস স্যুট ভিউয়ার ৭ + পিডিএফ অ্যান্ড এইচডি

অফিস অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এটি সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। আমরা যেমন কমপিউটারের মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করি এটিও ঠিক তেমন একটি অ্যাপ্লিকেশন। এতে রয়েছে ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট ও এক্সেলের যাবতীয় সুবিধা। শুধু তাই নয়, এটি দিয়ে পিডিএফ ফাইলও ওপেন করা যায়। এটি ব্যবহার হচ্ছে ২০৫টি দেশে। কারণ এতে রয়েছে মাল্টিল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট। এটি বৃহত্তম অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন মার্কেটপ্লেস গুগল প্লের বিজনেস ক্যাটাগরির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০ হাজার বার ডাউনলোড করা হয়ে থাকে অ্যাপ্লিকেশনটি। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি ভাগে। এগুলো হলো– ফাইল ব্রাউজার, টেক্সট ডকুমেন্ট ভিউয়ার, স্প্রেডশিট মডিউল, প্রেজেন্টেশন মডিউল, পিডিএফ রিডার ও ই-মেইল রিডার। কোনো ফাইল সেভ করে রাখার জন্য মোবাইলের মেমরি কার্ড বা ফোন মেমরিতে জায়গা না থাকলে বা তাতে রাখা সুরক্ষিত মনে না হলে তা অনলাইন ড্রাইভে সংরক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স,

সুগারসিঙ্ক ও স্কাইড্রাইভ ইন্টিগ্রেট করা আছে। এতে খুব সহজেই গুরুত্বপূর্ণ ফাইল অনলাইন ড্রাইভে সেভ করে রাখা যাবে এবং পরে অন্য মোবাইল বা পিসি থেকে তা ব্রাউজ করা যাবে।

এক নজরে দেখে নেয়া যাক অফিস স্যুট কি ফরম্যাটের ফাইল সাপোর্ট করে।

টেক্সট ফরম্যাট : DOC, DOCX, DOCM, RTF, TXT, LOG

স্পেডশিট : XLS, XLSX, XLSM, CSV

প্রেজেন্টেশন : PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM

অন্যান্য ফরম্যাট : PDF, EML, ZIP

অ্যাপ্লিকেশনটির নতুন ভার্সন ৭-এ যোগ করা হয়েছে কিছু নতুন ফিচার। এগুলো হলো– ফাইল ব্রাউজারে যোগ করা হয়েছে নতুন ও আরও উন্নত ইউজার ইন্টারফেস, সাইডবার নেভিগেশন, অফিসের ফাইল সম্পর্কে ভালো ধারণা নেয়ার জন্য কিছু স্যাম্পল ফাইল, উন্নত ক্লাউড সাপোর্ট, উন্নত টেবিল ডিজাইন, ফর্মুলার কার্যকর ব্যবহার, অ্যানিমেশন ভিউয়ার, বড় আকারের পিডিএফ ফাইল ওপেন করার ক্ষমতা, ফাইন্ড/রিপ্লেস সুবিধা, পাসওয়ার্ড প্রটেকশন ডকুমেন্ট বানানোর সুবিধা, ই-মেইলে ফাইল এটাচড করার সুবিধা, ই-মেইল ও ব্লুটুথের মাধ্যমে ফাইল শেয়ারের সুবিধা, ৫৬টি ভাষা সমর্থন, দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ▸

জুম করা, মাল্টিটাচ সাপোর্ট, পপআপ মেনু, কনটেক্সট টুলবার ইত্যাদি অনেক সুবিধা।

টাইনি ফ্ল্যাশলাইট + এলইডি

স্মার্টফোনের জন্য এটি বেশ দরকারী একটি অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশনটির সাহায্যে মোবাইল ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটটিকে টর্চ লাইট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে সহজেই। ইচ্ছেমতো আলোর পরিমাণ বাড়ানো এবং কমানো যাবে, যাতে ব্যাটারি সেভ করা যায়। শুধু ফ্ল্যাশলাইটই নয়, মোবাইলের ডিসপ্লে স্ক্রিনকেও আলোর উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে ডিসপ্লেতে সাদা আলো জ্বেলে তার ব্রাইটনেস অনেকগুণে বাড়িয়ে ভালোই আলো দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে এ অ্যাপ্লিকেশনটি। যার মোবাইলের স্ক্রিন যত বড় সে তত বেশি আলো পাবে। অ্যাপ্লিকেশনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটি চালু থাকা অবস্থায় ব্যাটারির কি অবস্থা তা দেখায়, যাতে ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারে ব্যাটারি আর কতক্ষণ ব্যাকআপ দিতে পারবে। শুধু সাদা আলোই নয়, এটি দিয়ে তৈরি করা যাবে সব রংয়ের আলো, যা সত্যিই অসাধারণ। অ্যাপ্লিকেশনটির আরও কিছু সুবিধার মধ্যে রয়েছে– ওয়ার্নিং লাইট, পুলিশ লাইট, কালার ফ্ল্যাশলাইট, স্ট্রোব ফ্ল্যাশলাইট, মর্স কোড (এসওএস বার্তা), টেক্সট টু মর্স, ম্যানুয়াল মর্স কোড ইত্যাদি।

কিউআর ড্রয়েড

স্মার্টফোনের জন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন হলো কিউআর ড্রয়েড নামের বারকোড স্ক্যানার। এটি দিয়ে স্ক্যান, ডিকোড, কোড বানানো ও কোড শেয়ার করার সুবিধা রয়েছে। যেকোনো পণ্যের প্যাকেটের গায়ে থাকা বারকোড স্ক্যান করে লুকানো তথ্য নিমেষেই বের করে দিতে পারে এ ছোট অ্যাপ্লিকেশনটি। মোবাইলের রেয়ার ক্যামেরার সাহায্যে অ্যাপ্লিকেশনটি স্ক্যান করার কাজ করে থাকে। স্ক্যান করার সময় হাত যত স্থির করে রাখা যাবে কাজ তত দ্রুত হবে। এটি দিয়ে শুধু বারকোডও নয়, আরও অনেক কিছু স্ক্যান করা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– টেক্সট ডিকোড, ইউআরএল, আইএসবিএন কোড, ই-মেইল, কন্টাক্ট ইনফরমেশন, ক্যালেন্ডার ইভেন্ট, ইমেজ ফাইল, কিউআর কোড, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন, ফোন নাম্বার ইত্যাদি অনেক কিছু স্ক্যান করা সম্ভব। পিসি ওয়ার্ল্ড ও অ্যান্ড্রয়িড ম্যাগাজিনের তরফ থেকে এটি ফাইভ স্টার রেটিং পাওয়া অ্যাপ্লিকেশন।

টকিং টম ক্যাট ২

টকিং টম ক্যাটের সাথে অনেকেই পরিচিত। অ্যান্ড্রয়িড ফোনের জন্য বানানো দারুণ মজার এ এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ছোট-বড় সবার কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। টকিং টম ক্যাটের নতুন ভার্সন বের হয়েছে। সেই সাথে যোগ করা হয়েছে অনেকগুলো নতুন সুবিধা, যা সবাইকে আরও বেশি আনন্দ দেবে। যারা টম ক্যাটের সাথে পরিচিত নন তাদের জানানো যাচ্ছে যে, এটি একটি

অ্যানিমেটেড বিড়াল, যা আপনার বলা কথার পুনরাবৃত্তি করে তার নিজস্ব হাস্যকর কণ্ঠে, যা শুনলে হাসি পাবে। শুধু কথা বলাই নয়, টম ক্যাটকে খোঁচা, কাতুকুতু বা থাপ্পড় দিলে সে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে, যা বেশ হাস্যকর। টম ক্যাটের সাথে নতুন ভার্সনে রয়েছে তার প্রতিবেশী কুকুর বেন। টম ক্যাট ২-এ টমের জন্য কেনা যাবে অনেক ধরনের ইউনিফর্ম, হ্যাট, সানগ্লাস ইত্যাদি অনেক কিছু। আগের তুলনায় টমের গ্রাফিক্স উন্নত করার পাশাপাশি ক্যারেক্টারটিকে আরও বাস্তবসম্মত ও হাস্যকর করে তোলা হয়েছে। নতুন যোগ করা টমের অভিব্যক্তিগুলো অসাধারণ হয়েছে, যা নিজ চোখে না দেখলেই নয়। ছোটদের হাতে টম ক্যাটকে তুলে দিয়ে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুলিয়ে রাখা যায় খুব সহজেই। নতুন টম ক্যাটকে পেলে বড়রাও ছোটদের মতো আচরণ শুরু করতে বাধ্য। যাদের স্মার্টফোনে মজার এ অ্যাপ্লিকেশনটি নেই তারা দেরি না করে আজই তা গুগল প্লে থেকে ডাউনলোড করে নিন।

ক্যামেরা ৩৬০ আল্টিমেট

যারা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে পছন্দ করেন এবং জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো ফ্রেমে বন্দি করে রাখতে চান তাদের জন্য এক অপরিহার্য অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ক্যামেরা ৩৬০ আল্টিমেট। আগের ভার্সনের আউটলুকের চেয়ে নতুন ভার্সনে অনেক রদবদল করা হয়েছে এবং সেই সাথে যোগ করা হয়েছে অনেক নতুন অপশন। আল্টিমেটে যোগ করা হয়েছে ৬টি আলাদা শুটিং মোড। এগুলো হলো– ইফেক্টস, সেলফ শুট, ফাস্ট শুট, ফানি শুট, টিল্ড-শিফট ও কালার শিফট মোড। অ্যাপ্লিকেশনটির নানা ধরনের ইফেক্টের মধ্যে রয়েছে– কালার ইনহ্যান্স, ম্যাজিক স্কিন, লোমো, লাইট কালার,

এইচডিআর, রেট্রো, স্কেচ, ঘোস্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইত্যাদি। ছবি তোলার সময় যাদের হাত কাঁপে তাদের জন্য রাখা হয়েছে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজার অপশন। ক্লাউড সাপোর্টের সাহায্যে অনেক বড় আকারের ছবিও অনলাইন ড্রাইভে রেখে দেয়া যাবে এবং খুব সহজেই তোলা ছবি শেয়ার করা যাবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে। নরমাল মোডে ছবি তোলার পর গ্যালারি থেকে নির্বাচন করে এতে নতুন করে ইফেক্ট যোগ করা যাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইফেক্টসহ ছবি তোলা হলে তা দুটি ছবি সেভ করে। একটি হচ্ছে নরমাল মোড ও আরেকটি হচ্ছে ইফেক্টযুক্ত। যাতে সহজেই তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

ইজি ব্যাটারি সেভার

স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের সাধারণ এক সমস্যা হচ্ছে মোবাইলের ব্যাটারি ব্যাকআপ। মোবাইলের ডিসপ্লে বড় এবং মোবাইলটি বেশ শক্তিশালী হলে তা ব্যাটারি লাইফ খুব দ্রুত শেষ

(বাকি অংশ ৭২ পৃষ্ঠায়)

কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

(৭৪ পৃষ্ঠার পর)

নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, স্ক্রিন টাইম আউট, স্ক্রিন ব্রাইটনেস ইত্যাদি কন্ট্রোল করার মাধ্যমে ব্যাটারির চার্জ আরও বেশি সময় ধরে রাখতে সাহায্য করে। কিভাবে ব্যাটারি ব্যবহার করলে এবং কিভাবে চার্জ করলে তা বেশি কার্যকর হবে সে ব্যাপারে টিউটরিয়ালও দেয়া আছে অ্যাপ্লিকেশনটিতে। অ্যাপ্লিকেশনটির সুপার পাওয়ার সেভিং মোডের সাহায্যে ব্যাটারি লাইফ দ্বিগুণ করা সম্ভব। অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা বেশ সহজ হয়েছে এর ইউজার ইন্টারফেসের কারণে।

ইজি টাস্ক কিলার

কমপিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে যেমন অনেক প্রোগ্রাম একসাথে রান করা থাকে, যার বেশ কয়েকটি কোনো কাজে লাগে না, সেগুলো বন্ধ করে দেয়া যায় টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে। তেমনি মোবাইলের ব্যাকগ্রাউন্ডেও কিছু অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন চালু থাকে, যা বন্ধ করে দিলে কোনো সমস্যা হয় না। যেমন ব্লুটুথ বা জিপিএসের কাজ করছেন না, কিন্তু তা শুধু শুধু অন করে রাখছেন। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলো র‍্যামে যেমন জায়গা দখল করে মোবাইল স্লো করে দেয়, তেমনি ব্যাটারি লাইফও কমিয়ে ফেলে। ইজি টাস্ক কিলার অব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন ও টাস্কগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে ব্যাটারি লাইফ

বাঁচানোর পাশাপাশি র‍্যাম খালি করে দেয়। অ্যাপ্লিকেশনটির অটো অপ্টিমাইজ অপশনে ক্লিক করলে তা নিমেষেই কাজ সম্পাদন করে দেবে। মজার ব্যাপার মোশন সেন্সরের সাহায্যেও এটি কাজ করে। যদি মনে হয় মোবাইল কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেছে তাহলে মোবাইল ঝাঁকি দিলেই তা ইজি টাস্ক কিলার অপটিমাইজ করে নেবে এমন সুবিধাও দেয়া হয়েছে। ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে অ্যাপ্লিকেশন ও টাস্ক বন্ধ করার সুবিধাও রাখা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশনটিতে। পাই ড্রায়াগ্রামের সাহায্যে সিস্টেমের র‍্যামের কতটুকু খালি, ব্যাটারি লাইফ, সিপিইউ ইউজেস ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এতে।

বি.দ্র. উপরে উল্লিখিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সবই বিনামূল্যে গুগলের অ্যান্ড্রয়িড মার্কেট গুগল প্লে থেকে অ্যান্ড্রয়িড ফোনের জন্য এবং আইফোনের জন্য আইটিউনস স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। যাদের মোবাইলে আগে থেকেই বারকোড স্ক্যানার ইনস্টল করা আছে তা শুধু অ্যাপ্লিকেশন রিভিউয়ের সাথে দেয়া কিউআর কোডগুলো স্ক্যান করলেই ডাউনলোড করার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com

ঘোষণা

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।